গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
ভূমি মন্ত্রণালয়
শাখা-৮

পরিপত্র

নং-ভূম/শা-৮/চিংড়ি/২২৭/৯১/২১৬

তারিখঃ ৩০-০৩-৯২ ইং / ১৬-১২-৯৮ বাং

বিষয়ঃ লবণ মহাল ব্যবস্থাপনা নীতিমালা।

লবণ আমাদের দৈনন্দিন খাদ্য তালিকার একটি অত্যাবশ্যকীয় উপাদান। জাতীয় স্বার্থে এই উপাদানে স্বয়ং সম্পূর্ণতা অর্জন করার জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা চালানোর প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য্য। লবণ উৎপাদনের প্রধানতম উপকরণ ভূমি। লবণ চাষ ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ উপকরণ হিসেবে ভূমি ব্যবস্থাপনার সুষ্ঠু ও ন্যায় ভিত্তিক নীতিমালা থাকা অপরিহার্য্য প্রস্তাবিত নীতিমালার লক্ষ্য শুধু উৎপাদনে স্বয়ং সম্পূর্ণতা অর্জনই নয়, সেই সাথে উৎপাদনের সহিত সম্পৃক্ত তৃণমূলে অবস্থিত মানুষটির আর্থ-সামাজিক অধিকার নিশ্চিতকরণ এবং জনস্বার্থের সম্পূরক হিসেবে উৎপাদিত পণ্যের মান উল্লেখযোগ্য ভাবে আধুনিকায়নসহ বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে উন্নয়ন নিশ্চিতকরণ ও আন্তর্জাতিক বাজারে প্রতিযোগীতামূলক মূল্যে অবস্থান গ্রহণ। এই প্রসংগে উল্লেখ করা আবশ্যক যে, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী প্রস্তাবিত নীতিমালায় প্রান্তিক লবণ চাষীদের স্বার্থ সংরক্ষণের উপর জোর দিয়েছেন। উল্লেখ্য যে, সরকারের লক্ষ্য ব্যাপকভাবে বাস্তবায়নের জন্য শুধু ভূমি মন্ত্রণালয় নয়, অপরাপর logistic সহযোগীতা নিশ্চিতকরণ প্রয়োজন, যথা ঃ উৎপাদনের সহিত সংশ্লিষ্ট কারিগরী, প্রশিক্ষণ ও আর্থিক সহায়তা প্রদান এবং উৎপাদন পরবর্তী বাজারজাতকরণ নিশ্চিত করা, সর্বোপরি লাভজনক অবস্থানে উন্নীতকরণ। বিষয়টির গুরুত্ব সম্যক অনুধাবন করিয়া বর্তমান গণতান্ত্রিক সরকার লবন চাষের জন্য জমি নির্বাচন, জরিপ, বন্টন ও উৎপাদন বিষয়ক যে সকল নিয়ম নীতি আছে তাহা গভীরভাবে পর্যালোচনান্তে লবন চাষোপযোগী অনুকূল ভূমি ব্যবস্থা কায়েমের লক্ষ্যে একটি বিস্তারিত নীতিমালা জারীর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন।

২। সরকার লবণ চাষের এলাকাসমূহকে লবন মহাল হিসাবে ঘোষণার মাধ্যমে লবণ মহালের যথোপযুক্ত ব্যবস্থাপনা এবং লবণ উৎপাদন বিষয়ে ভূমির সম্পৃক্ততা সম্পর্কিত সুষ্ঠু ও ন্যায়ভিত্তিক নীমিালা প্রণয়ন ও উহা বাস্তবায়নে নিম্মোক্ত ব্যবস্থাদি গ্রহণের সিদ্ধান্ত নিয়াছেন ঃ

(১) লবণ মহাল ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যাদি নির্ধারণের জন্য জাতীয় পর্যায়ে একটি কমিটি থাকিবে। কমিটির গঠন ও কার্যাবলী নিুরূপ হইবে ঃ

(ক) জাতীয় লবণ মহাল ব্যবস্থাপনা কমিটি ঃ

১. মন্ত্রী, ভূমি মন্ত্রণালয় -- সভাপতি
২. লবণ মহাল এলাকা হইতে সরকার কর্তৃক ------------------------------ সদস্য
মনোনীত ৩ (তিন) জন সংসদ সদস্য/সদস্যা

৩.	সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয় ---	সদস্য
৪.	সচিব, শিল্প মন্ত্রণালয় ---	সদস্য
৫.	সচিব, বাণিজ্য মন্ত্রণালয় ---	সদস্য
৬.	সচিব, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় ---	সদস্য
৭.	সচিব, সেচ, পানি সম্পদ ও বন্যা নিয়ন্ত্রণ মন্ত্রণালয় ----------------------	সদস্য
৮.	চেয়ারম্যান, বিসিক --	সদস্য
৯.	কমিশনার, চট্টগ্রাম/খুলনা বিভাগ --	সদস্য
১০.	সরকার কর্তৃক মনোনীত ২ (দুই) জন লবন চাষী ------------------------	সদস্য
১১.	যুগ্ম-সচিব (লবন মহালের দায়িত্বে নিয়োজিত), ভূমি মন্ত্রণালয় ------------	সদস্য-সচিব।

(খ) কমিটির কর্ম পরিধি ঃ

১. লবণ চাষ ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত জাতীয় নীতি নির্ধারণ,

২. লবণ চাষ সম্প্রসারণ ও উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য সহায়ক ব্যবস্থাদি গ্রহণ,

৩. আন্তঃমন্ত্রণালয়/বিভাগের কাজের সমন্বয় সাধন,

৪. লবণ মহাল কারিগরী কমিটির কার্যাদি পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনা,

৫. লবণ মহাল ব্যবস্থাপনা এবং ভূমি বরাদ্দ নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়নের সুপারিশ,

৬. সরকার কর্তৃক অর্পিত অন্য যে কোন দায়িত্ব।

(গ) উক্ত কমিটি প্রতি ৬ (ছয়) মাসে কমপক্ষে একবার এবং প্রয়োজনানুযায়ী সভায় মিলিত হইবেন।

(২) লবণ চাষের জন্য জমি চিংহ্নিতকরণ এবং লবন চাষ নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে জমি বরাদ্দের সুপারিশ প্রণয়নের জন্য সংশ্লিষ্ট জেলাসমূহে একটি করিয়া কারিগরী কমিটি থাকিবে। কমিটির গঠন ও কার্যাবলী নিম্নরূপ হইবে ঃ

(ক) জেলা লবন মহাল কমিটি ঃ

১.	জেলা প্রশাসক --	সভাপতি
২.	বিভাগীয় বন কর্মকর্তা/প্রতিনিধি ---	সদস্য
৩.	নির্বাহী প্রকৌশলী, বোর্ড/প্রতিনিধি ---	সদস্য
৪.	বিসিক এর জেলা পর্যায়ের কর্মকর্তা ---------------------------------------	সদস্য
৫.	অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) --	সদস্য
৬.	সরকার কর্তৃক মনোনীত একজন পুরুষ ও একজন মহিলা লবণ চাষী প্রতিনিধি -	সদস্য

(খ) কমিটির কর্ম পরিধি ঃ

১। সংশ্লিষ্ট জেলায় লবণ চাষোপযোগী জমি চিহ্নিত করা ও লবণ মহাল ঘোষণার ব্যাপারে সুপারিশ প্রণয়ন এবং সরকারের বিবেচনার জন্য সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কমিশনারের মাধ্যমে ভূমি মন্ত্রণালয়ের নিকট প্রেরণ,

২। নীতিমালা অনুযায়ী লবণ চাষের জমি বন্দোবস্ত প্রদানের সুপারিশ প্রণয়ন এবং বিভাগীয় কমিশনারের মাধ্যমে অনুমোদনের জন্য ভূমি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ,

৩। কারিগরি দিক বিবেচনাকালে কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের যুক্তিসংগত আপত্তি থাকিলে উহা কমিটি শুনানীর মাধ্যমে নিস্পত্তি করিবেন,

৪। সরকার/জেলা প্রশাসক কর্তৃক প্রদত্ত কোন দায়িত্ব।

(গ) উক্ত কমিটি প্রতি ২ (দুই) মাসে কমপক্ষে একবার এবং প্রয়োজনানুযায়ী সভায় মিলিত হইবে।

(৩) লবণ মহাল এলাকা ঃ

(ক) বর্তমান লবণ চাষের এলাকাসমূহকে লবণ মহাল হিসেবে ঘোষণা করা হইবে। ঘোষিত অঞ্চলের ম্যাপ ও অন্যান্য কাগজপত্রাদি জেলা সদরে সংরক্ষণ করিবেন এবং উহার অনুলিপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করিবেন। মন্ত্রণালয় সারা দেশের সামগ্রিক চিত্র Computerise পূর্বক সংরক্ষণ করিবে। ইজারা প্রদানের সঠিক হিসাব মন্ত্রণালয় নিয়মিত পরীবীক্ষণ করিবে।

(খ) নতুন কোন এলাকাকে লবণ মহাল হিসাবে চিহ্নিত করিতে হইলে জেরা প্রশাসক জেরা করিগরী কমিটির প্রস্তাব/সুপারিশ পরীক্ষা-নিরীক্ষা করিয়া মতামতসহ বিষয়টি সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কমিশিনারের মাধ্যমে জাতীয় কমিটির সিদ্ধান্তের জন্য ভূমি মন্ত্রণালয়ে করিবেন।

(গ) লবণ মহাল এলকায় কোন খাস জমিই কৃষি জমি হিসাবে স্বল্প বা দীর্ঘ মেয়াদী বন্দোবস্ত দেওয়া যাইবে না। ইতিমধ্যে লবণ মহাল এলকায় কৃষি জমি হিসাবে প্রদত্ত সকল বন্দোবস্ত এই নীতিমালা জারীর সাথে সাথে লবণ মহাল হিসাবে লবণ চাষের জন্য প্রদত্ত জমি হিসাবে বিবেচিত হইবে।

(৪) লবণ মহালের খাস জমি বন্দোবস্ত প্রদানের শর্তাবলী ঃ

(ক) দরখাস্তকারীকে বাংলাদেশের নাগরিক হইতে হইবে।

(খ) লবণ চাষী/প্রক্রিয়াকারী হইতে হইবে। লবণ চাষের জন্য সংশ্লিষ্ট লবণ চাষীর Pre-emptive right আবশ্যক না হইলেও তাহার উপর গুরুত্ব প্রদান করিতে হইবে এবং সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক এ বিষয়ে Discretionary power সংরক্ষণ করিবেন।

(গ) পরিবারের একাধিক সদস্যদের আবেদন বিবেচনা করা যাইবে না।

(ঘ) খামার প্রতি অনধিক ১০ (দশ) একর জমি বন্দোবস্ত দেওয়া যাইবে, তাবে কাহারো লবণ চাষের নিজস্ব জমি থাকিলে তাহাকে সেই পরিমাণ জমি বন্দোবস্ত প্রদান করা যাইবে যাহাতে উভয় জমির পরিমাণ ১৫ (পনের) একরের অধিক না হয়। উন্নত এবং বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে লবণ চাষের জন্য কোন প্রকল্প আর্থিক ও কারগরী দিক দিয়া যোগ্য বিবেচিত হইলে বিশেষ ক্ষেত্র হিসাবে আবেদনকারী জোন ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের নামে বরাদ্দ প্রদানে উক্ত সীমাবদ্ধতা শিথিল করা যাইতে পারে, যাহা যথাযথ বিবেচনাপূর্বক মন্ত্রণালয় সিদ্ধান্ত প্রদান করিবে।

(ঙ) একর প্রতি ৫০০/-(পাঁচশত) টাকা বার্ষিক সালামীতে অনধিক ১০(দশ) বৎসরের মেয়াদে চিংড়ি জমি চাষের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ব্যক্তিগণকে অগ্রাধিকার দেওয়া হইবে। জমির সেলামী প্রতি ২ (দুই) বৎসর অন্তর অন্তর পুনরায় নির্ধারণ করা যাইবে।

(চ) ভূমিহীন বা প্রান্তিক চাষীর জন্য একর প্রতি ১০০/- (একশত) টাকা বার্ষিক সেলামীতে বন্দোবস্ত দেওয়া যাইবে, তবে এক একরের উর্দ্ধে কোন জমি দেওয়া হইবে না।

(৫) লবণ খাস জমি গ্রহীতাদের নিম্নোক্ত শর্তাদি অবশ্যই পালন করিতে হইবে ঃ

(ক) বরাদ্দগ্রহীতা বরাদ্দ প্রদানের ১ (এক) মাসের মধ্যে ধার্যকৃত প্রথম বাৎসরিক সেলামী সম্পূর্ণ প্রদানপূর্বক চুক্তিনামা সম্পাদন করিবেন এবং জমির দখল বুঝিয়া নিবেন।

(খ) প্রতি বৎসর নির্ধারিত সময়ে নির্ধারিত হারে সেলামী/ইজারামূল্য পরিশোধ করিতে হইবে।

(গ) প্রতি বছর জমিতে লবন উৎপাদন অব্যাহত রাখিতে হইবে।

(ঘ) প্রত্যেক ইজারাদারের এলাকা স্বতন্ত্র থাকিবে এবং কোন অবস্থাতেই ঘের ভাংগিয়া একাধিক ইজারাদারের এলাকা যোগ করা যাইবে না।

(ঙ) বন্দোবস্ত জমি হস্তান্তর করা যাইবে না।

(চ) উপরোক্ত শর্তাদি পালনে ব্যর্থ হইলে কোন কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে যে কোন সময় বন্দোবস্ত বাতিল করা যাইবে এবং জমির উপর বরাদ্দগ্রহীতার কোন দাবি থাকিবে না।

(৬) লবণ মহাল জমি বন্টন প্রক্রিয়ায় নিম্নলিখিত শর্তাদি প্রতিপালন করিতে হইবে ঃ

(ক) খাস জমি গ্রহীতাগণ প্রয়োজনীয় কোর্ট ফি সহ জেলা প্রশাসক বা স্থানীয় কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে দরখাস্ত করিতে পারিবেন যাহা ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে জেলা লবন মহাল কমিটি কর্তৃক বিবেচিত হইলে কমিটি ভূমি মন্ত্রণালয়ে সুপারিশসহ প্রেরণ করিবে এবং ভূমি মন্ত্রণালয় ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে জেলা প্রশাসককে সিদ্ধান্ত জানাইবে ও দরখাস্তকারীকে সরাসরি পত্র মারফত অবগতি করিবে। জেলা প্রশাসক অনুমোদন প্রাপ্তি ও খাজনা আদায়ের পর নির্দিষ্ট Documantation করিয়া দিবেন, তাবে ইজারার শর্তাদি মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রেরিত খসড়া অনুযায়ী হইতে হইবে।

(খ) সমুদ্র-উপকূল অঞ্চলে নুতন জমি আমাদের আওতায় আসিলে তাহা ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তরের দীর্ঘ Process এড়াইয়া যাইতে হইবে এবং স্থানীয় জরিপ কর্মকর্তা দ্বারা উহা দ্রুত চিহ্নিত করিতে হইবে।

(গ) জেলা কমিটি যেহেতু চাষী চিহ্নিতকরণের সার্বিক দায়িত্বে থাকিবে, সেহেতু সর্বপ্রকার ন্যায় বিচার নিশ্চত করিতে হইবে। একই সাথে যে সকল চাষী অসত্য তথ্য প্রদান বা প্রকৃত তথ্য গোপন করিয়া তঞ্চকতার মাধ্যমে ইজারা গ্রহণ করিবে, তাহাদের ইজারা বাতিলসহ ফৌজদারী আইনের আশ্রয় গ্রহণ করা উক্ত কমিটির সার্বিক এখতিয়ারভূক্ত হইবে।

৩। এই নীতিমালা বাস্তবায়ন ও প্রয়োগের ক্ষেত্রে কোন প্রকার সমস্যার উদ্ভব হইলে ভূমি মন্ত্রণালয়ের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলিয়া বিবেচিত হইবে।

৪। এই নীতিমালা জারীর সাথে ভূমি মন্ত্রণালয় কর্তৃক ইতিপূর্বে জারীকৃত লবন জমি বন্দোবস্ত নীতিমালা সংক্রান্ত সকল আদেশ/পরিপত্র ইত্যাদি বাতিল/রহিত হইয়া যাইবে।

স্বাক্ষর/-
(আমিনুল ইসলাম)
সচিব

নং-ভূম/শা-৮/চিংড়ি/২২৭/৯১/২১৬/১(৩৯)

তারিখঃ ৩০-০৩-৯২ ইং / ১৬-১২-৯৮ বাং

অবগতি ও প্রয়োজনীয় কার্যক্রমের জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হইলঃ-

১। সচিব, শিল্প মন্ত্রণালয়।

২। সচিব, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়।

৩। সচিব, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়।

৪। সচিব, সেচ, পানি ও বন্যা নিয়ন্ত্রণ মন্ত্রণালয়।

৫। চেয়ারম্যান, বিসিক, ঢাকা।

৬। কমিশনার, চট্টগ্রাম/খুলনা বিভাগ।

৭। জেলা প্রশাসক, চট্টগ্রাম/কক্সবাজার/ফেনী/নোয়াখালী/লক্ষ্মীপুর/বরিশাল/পটুয়াখালী/ভোলা/বরগুনা/ পিরোজপুর/ জালকাঠি/ খুলনা/বাগেরহাট/সাতক্ষীরা।

৮। অতিঃ জেলা প্রশাসক (রাজস্ব), চট্টগ্রাম/কক্সবাজার/ফেনী/নোয়াখালী/লক্ষ্মীপুর/বরিশাল/পটুয়াখালী/ভোলা/ বরগুনা/পিরোজপুর/জালকাঠি/খুলনা/বাগেরহাট/সাতক্ষীরা।

৯। প্রতিমন্ত্রী মহোদয়ের একান্ত সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয়।

১০। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয়।

১১। ব্যক্তিগত সহকারী, যুগ্ম-সচিব (প্রশাসন)/(উন্নয়ন), ভূমি মন্ত্রণালয়।

স্বাক্ষর/-
তাং ৩০/৩/৯২ খ্রিঃ
(এ, এফ, নূরুল ইসলাম)
সিনিয়র সহকারী সচিব।